بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

জামা'তের কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৮ আগস্ট, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন :

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ (তোমাদের) আমানতসমূহ যোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করার আদেশ দিচ্ছেন (সূরা আন নিসা: ৫৯)। মহানবী (সা.) বলেছেন, যার প্রতি লোকজনের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বা যাকে অভিভাবক বানানো হয় তা তার জন্য এক প্রকার আমানত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জামা'তী ব্যবস্থাপনায় যে দায়িত্বই অর্পণ করা হয় তাও প্রত্যেকের কাছে আমানতস্বরূপ।

হুযূর (আই.) বলেন, সাধারণত নির্বাচনের মাধ্যমে জামা'তী কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তাই আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ হলো, এমন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করো যে বাহ্যত এ কাজ করার ক্ষেত্রে অধিক দক্ষ এবং নিজের আমানতের সুরক্ষাকারী। নির্বাচনের সময় স্বার্থপরতা বা স্বজনপ্রীতির প্রতি যেন দৃষ্টি না থাকে। কখনো কখনো কেন্দ্র কর্তৃক বা যুগ খলীফার পক্ষ থেকে সরাসরি কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়ে থাকে আর চিন্তাভাবনা করে সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই মনোনীত করার চেষ্টা করা হয়। তবে, কখনো কখনো অনুমানের ক্ষেত্রে ভুলও হতে পারে অথবা দায়িত্ব পাওয়ার পর কারো কারো স্বভাবেও পরিবর্তন এসে যায় আর বিনয়, পরিশ্রম ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে দায়িত্ব পালনের স্পৃহা অবশিষ্ট থাকে না। সে যদি এরপর যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তার ওপরই দোষ বর্তাবে, মনোনয়নকারীর ওপরে নয়। যাহোক, দোয়া করার পর স্বজ্ঞানে নিজেদের মধ্যে সর্বাধিক

যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার প্রতি আমাদের মনোযোগ থাকা উচিত। মহানবী (সা.) এর হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কেউ চেয়ে দায়িত্ব নেয় তার কাজে কল্যাণ থাকে না এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য করেন না। তাই কখনো কর্মকর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত না। তবে, সেবার প্রেরণা অবশ্যই থাকা উচিত, এটি পছন্দনীয় বিষয়।

হুজুর আনোয়ার বলেছেন: এ বছর কয়েকটি দেশে অঙ্গ সংগঠনগুলির নির্বাচন হবে। যারা এই সংগঠনগুলির সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচনী পরিষদের সদস্য হবেন তাদের উচিত আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক ন্যায়বিচার ও দোয়ার সাথে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।

এর পাশাপাশি আমি কর্মকর্তাদেরও তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কর্মকর্তাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সেবা করুন। কতিপয় কর্মকর্তার আচরণে নম্রতার অভাবের অভিযোগ রয়েছে। এমনকি কিছু আধিকারিক সালামের জবাবও পর্যন্ত দেন না এমন রিপোর্ট আসে। যারা এই ধরনের আচরণ প্রদর্শন করেন তারা নিজেদের সংশোধন করে নিন এবং প্রতিটি শিশু ও বড়দের সাথে ভালবাসা ও নম্রতার সাথে মেলামেশা করুন। আপনাকে জামা'তের সাধারণ সদস্যদের সেবা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, অফিসার হিসেবে প্রতাপ দেখানোর জন্য নয়। তাই নিজের মধ্যে নম্রতা গড়ে তুলুন। আপনার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হোক না কেন তার প্রতি সুবিচার করার চেষ্টা করুন। আপনার সমস্ত ক্ষমতা সর্বোত্তম ভাবে সেবা করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। এই চিন্তা থাকলে সঠিক কাজ করার চেতনাও তৈরি হবে এবং সাধারণ সদস্য ও জামাতও সেক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। অনেক কর্মকর্তা অভিযোগ করে যে, সদস্যরা আমাদের কাজে সহযোগিতা করে না। সদস্যদেরও আবশ্যিকভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করা উচিত, কেননা আপনারাই তাকে নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু কর্মকর্তারা নিজেদের উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করুন।

অনুরূপভাবে, ক্ষমা চাওয়া (আস্তাগ্‌ফার), সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা (তাসবীহ্) এবং আত্মসমীক্ষা করা দরকার। তরবীয়ত সেক্রেটারী যদি পাঁচবেলা নামায না পড়ে তাহলে অন্যদেরকে নামায পড়ার ব্যাপারে কীভাবে বলতে পারে? অনুরূপভাবে কোনো সেক্রেটারী মাল যদি নিজে ঠিকভাবে চাঁদা না দেয় তাহলে অন্যদেরকে কীভাবে চাঁদা প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করতে পারে? যদি সেক্রেটারী তরবীয়ত স্বীয় উন্নত আদর্শ প্রদর্শনের মাধ্যমে, ভালোবাসার সাথে জামা'তের সদস্যদের তরবীয়ত করে তাহলে আমাদের জামা'তে এক প্রকার বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে।

প্রত্যেক কর্মকর্তার নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে দুই রাকাত নফল নামায পড়া উচিত। তরবীয়ত বিভাগ উন্নতি করলে জামা'তের ৭০ভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অন্যান্য অঙ্গসংগঠনেরও নিজেদেরকে সক্রিয় করা উচিত। কর্মকর্তা স্টেজে বসে থাকার জন্য নয়। স্ব স্ব বিভাগের কাজ স্বহস্তে করতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, জাতির নেতা জাতির সেবক হয়ে থাকে। যে কর্মকর্তা নিজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে তার ইতিবাচক প্রভাব সাধারণ সদস্যদের ওপর পড়ে। কর্মকর্তারা জামা'তের প্রত্যেক সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত

সম্পর্ক সৃষ্টি করুন, তাদের সুখ-দুঃখে অংশ নিন। তাদের মাঝে এই অনুভূতি সৃষ্টি করুন যে, জামা'তী ব্যবস্থাপনা সবার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও খোঁজখবর নেয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

এই চেতনাই আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য প্রদানকারী হয়ে উঠবে। আল্লাহ্ তাআলা আহমদীয়া খিলাফতকে সর্বদা এমন সাহায্যকারী দান করুন যারা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করবে।

শুধুমাত্র মজলিশে আমেলায় বসে নানারকম কথা বলা আর এটি মনে করা যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি তা-ই যথেষ্ট নয়। মানুষের কল্যাণের জন্য পরিকল্পনা করুন, এরপর সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। জামাতীয় ব্যবস্থাপনা এবং অঙ্গ সংগঠনগুলিকে পরস্পর সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে।

এক্ষেত্রেও জামা'তের তরবীয়ত বিভাগকে সক্রিয় করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের যুবক-যুবতীরা যদি সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত হয়, তাহলে আমরা সর্বদা মহানবী (সা.)-এর এই বাণীটি আমাদের সামনে রাখতে পারব যে, রিশ্তার ব্যাপারে সম্পদ, বংশ ও সৌন্দর্য্যের চেয়ে ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে।

হুযূর (আই.) বলেন, উমুরে আমা'কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অনেকে মনে করেন, উমুরে আমা বিভাগের কাজ হলো, কঠোরতার সাথে শাস্তি দেয়া। কিন্তু সবার এ বিষয়টি জানা উচিত যে, এই বিভাগের অনেকগুলো কাজের মধ্যে কেবলমাত্র একটি হলো, ঝগড়া বিবাদের মিটমাট করা। জামা'তের লোকদের উত্তম কর্মসংস্থান এবং জামা'তের ছেলেমেয়েদেরকে সমাজের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। এছাড়া জামা'তের ভেতরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখাও তাদের দায়িত্ব; কিন্তু তরবীয়ত বিভাগ সক্রিয় হলে তাদের কাজ অনেকাংশে কমে যাবে। যাহোক, উমুরে আমার কাজ কেবল শাস্তি দেয়া নয়, বরং তাদের কাজ হলো মানুষ যেন শাস্তিপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

অনেক সময় কর্মকর্তাদের আচরণে জামা'তের সদস্যদের মধ্যে জামা'তের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আমি জামা'তের সদস্যদের বলি যে খলিফার অফিসে পৌঁছানো প্রতিটি চিঠি খোলা, পড়া এবং পদক্ষেপ করা হয়। কোনো বিলম্ব হলে তা সংশ্লিষ্ট জামা'তে হয়ে থাকে এবং এইভাবে এই কর্মকর্তারা জামা'ত ও খলিফার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। যেসব কর্মকর্তার ওপর অভাবীদের সাহায্যের দায়িত্ব রয়েছে তাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজেদের দায়িত্ব পালনে যেন কোনো প্রকার আলস্য এবং উদাসীনতা প্রদর্শন না হয়। হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দরিদ্র মানুষের জন্য নিজের দরজা বন্ধ রাখবে আল্লাহ্ তাআলা আকাশে তার প্রয়োজনের সময় দরজা বন্ধ রাখবেন। সুতরাং, যদি এমন মানসিকতা সম্পন্ন কোন কর্মকর্তা বা তার অফিসে কোন কর্মী থাকে, তবে তার উচিত আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে জনগণের চাহিদা পূরণে দ্রুততা অবলম্বন করা। একটি আবেদন গ্রহণ করে ড্রয়ারে ফেলে রাখা এবং দীর্ঘ সময় ধরে পদক্ষেপ না করা একটি বড় অপরাধ।

মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার এবং সদয় আচরণ করুন।

মহানবী (সা.) আবু মূসা এবং মুআয বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণের সময় উপদেশ দিয়ে বলেন, লোকদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করো। কঠোরতা সৃষ্টি করো না। ভালোবাসা ও সুসংবাদ ছড়াও এবং ঘৃণা ছড়াতে দিও না। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে এই উপদেশটি পথপ্রদর্শকরূপী নীতি হিসেবে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

সকল কর্মকর্তার একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যেন আমাদের অঙ্গীকার এবং ঈমানের সংরক্ষণকারী হই এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যসৃষ্টিকারী হই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন, আমীন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

*বি. দ্র. - নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হল : **১.ফতেহ ইসলাম (ইসলামের বিজয়),** ও **২. নামায মুতারজম (অনুবাদ সহ নামায)**। দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রথমবার বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।- ধন্যবাদ*

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
18 August 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in